সংশোধিত

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

www.jessoreboard.gov.bd

স্মারক নং- পনি/মাধ্য-১৫/২/৫৪ তারিখ : ৩১-০৩-২০২৬ খ্রি.

এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য কেন্দ্রসচিবদের প্রতি জরুরি নির্দেশনা

- অনিয়মিত/মানোন্নয়ন পরীক্ষার্থীরা ২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী প্রণীত প্রশ্নপত্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে।
- নিয়মিত পরীক্ষার্থীরা ২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী প্রণীত প্রশ্নপত্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে।
- পরীক্ষার সময়সূচি অনুযায়ী সকাল ১০.০০ টায় পরীক্ষা শুরু হবে।
- পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) দিন পূর্বে ট্রেজারিতে/থানা লকারের ট্রাংকে রক্ষিত প্রশ্নপত্রের প্যাকেটের সাথে প্রশ্নপত্রের বিবরণী তালিকা ঠিকভাবে যাচাই করতে হবে। প্রশ্নপত্রের প্যাকেট যাচাই কালে সংশ্লিষ্ট ট্রেজারি অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কেন্দ্রসচিব এবং পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন।
- প্রশ্নপত্রের ২ সেট করে সৃজনশীল (CQ) এবং বহুনির্বাচনি (MCQ) সেট, পরীক্ষার তারিখ অনুসারে সেটভিত্তিক আলাদা করে **Security** খামে প্যাকেট করতে হবে।
- প্রশ্নপত্রের প্যাকেট যাচাই-এর দিনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে তারিখ ভিত্তিক প্রশ্নপ্রত্রের প্যাকেট সাজিয়ে **Security** খামের গাম লাগিয়ে এবং কার্টুন টেপে যথাযথভাবে মুড়িয়ে নিতে হবে এবং **Security** খামের ওপর পরীক্ষার তারিখ, বিষয় কোড ও সেট কোড অবশ্যই লিখতে হবে। এ বিষয়ে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা কেন্দ্রসচিবের দায়িত্বে অবহেলা বলে গণ্য হবে।
- ট্রেজারি হতে পরীক্ষার দিনগুলোতে ট্রেজারি অফিসারের নিকট হতে ওই দিনের প্রশ্নপত্রের **Security** খাম (সৃজনশীল (CQ) ২ সেট এবং বহুনির্বাচনি (MCQ) গ্রহণ করতে হবে।
- অত্যন্ত সতর্কতার সাথে থানা/ট্রেজারি হতে **Tag Officer** এবং **Police** প্রহরাসহ প্রশ্নপত্রের প্যাকেট (**Security** খাম) কেন্দ্রে আনতে হবে।
- মোবাইল ফোনে সেট কোডের এসএমএস পাওয়ার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্যাগ অফিসার, পুলিশ অফিসারকে প্রদর্শনের পর সেট কোড নিশ্চিত হয়ে প্রশ্নপত্রের প্যাকেট খুলতে হবে এবং অন্য সেটের প্রশ্নপত্রের প্যাকেট টেবিল থেকে সরিয়ে ট্রাংকজাত করতে হবে। অব্যবহৃত সেটের প্রশ্নপত্রের খাম অক্ষত অবস্থায় পরীক্ষা শেষে বোর্ডে জমা দিতে হবে। নির্ধারিত সেট কোডের পরিবর্তে অন্য কোনো সেট কোডের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নিলে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- কেন্দ্রসচিব ব্যতীত অন্য কেউ মোবাইল ফোন/ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস নিয়ে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন না। ছবি তোলা যায় না এমন মোবাইল ফোন কেন্দ্রসচিব ব্যবহার করতে পারবেন।
- প্রতি ২০ জন পরীক্ষার্থীর জন্য ১ জন কক্ষ পরিদর্শক পরীক্ষা কক্ষে দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রতিটি কক্ষে কমপক্ষে ২(দুই) জন করে দায়িত্ব পালন করবেন।
- ৫ ফুট/৬ ফুট লম্বা প্রতি বেঞ্চে ২ (দুই) জন এবং ৪ ফুট লম্বা বেঞ্চে ১ (এক) জনের আসন ব্যবস্থা করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই এর ব্যতিক্রম করা যাবে না।
- পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রতিটি কক্ষে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করতে হবে এবং ০৭ (সাত) দিন পরপর সিসি ক্যামেরার ভিডিও ফুটেজ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর প্রেরণ করতে হবে।
- কেন্দ্র প্রতিষ্ঠানে অবশ্যই ব্যবহারিক ল্যাব সুবিধা থাকতে হবে। যদি ব্যবহারিক পরীক্ষা নেওয়ার সুব্যবস্থা না থাকে তাহলে পার্শ্ববর্তী প্রতিষ্ঠানে যেখানে পর্যাপ্ত ল্যাব সুবিধা আছে সেখানে ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে।
- পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট পূর্বে পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা কক্ষে অবশ্যই প্রবেশ করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ সময়ের পর কোনো পরীক্ষার্থী এলে কেন্দ্রসচিব বিশেষ বিবেচনায় রেজিস্টার খাতায় রোল নং ও অন্যান্য তথ্য লিপিবদ্ধ করে কেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতি দিতে পারবেন। পরীক্ষা শেষে বোর্ডে রেজিস্টার খাতাটি জমা দিতে হবে।
- পরীক্ষা শুরুর পূর্বে পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে পরীক্ষার্থী, অভিভাবক বা অন্য কেউ যাতে জটলা সৃষ্টি করতে না পারে সে ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, প্রয়োজনে হ্যান্ড মাইক ব্যবহার করতে হবে, সিসি ক্যামেরা স্থাপন করতে হবে।
- নকল প্রতিরোধমূলক পোস্টার পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রবেশ পথের দৃশ্যমান স্থানে লাগাতে হবে।

অপর পাতায় -

- প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ স্ব-স্ব বিদ্যালয়ের প্রবেশপত্র যশোর শিক্ষা বোর্ডের ওয়েব সাইট থেকে ডাউন লোড করবেন এবং পরীক্ষা শুরুর অন্ততঃ ১০ (দশ) দিন পূর্বে প্রবেশপত্র সকল পরীক্ষার্থীর নিকট হস্তান্তর নিশ্চিত করবেন।
- পরীক্ষার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী যশোর শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।
- ত্রুটিপূর্ণ উত্তরপত্র পরীক্ষার্থীদের নিকট সরবরাহ করা যাবে না।
- শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ক্যালকুলেটর ব্যতীত অন্য কোনো ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে না। এ সম্পর্কিত তথ্য বোর্ডের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
- পরীক্ষার দিন প্রশ্নপত্র গ্রহণ, পরিবহন ও কেন্দ্রসচিবের কক্ষে প্যাকেট খোলাসহ সকল কাজের সাথে ট্যাগ অফিসারের সংশ্লিষ্টতা থাকতে হবে। ট্যাগ অফিসারের যাতায়াত ও সম্মানী কেন্দ্রসচিব কেন্দ্র ফি থেকে ব্যবস্থা করবেন।
- পরীক্ষার্থীর হাজিরা শিটে উপস্থিতির স্বাক্ষর নিতে হবে। কোনো পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকলে নির্দিষ্ট তারিখ ও বিষয় লাল কালি দ্বারা অনুপস্থিত লিখে দিতে হবে।
- নির্দিষ্ট তারিখে পরীক্ষার সময়সূচি মোতাবেক পরীক্ষা নিতে হবে। উত্তরপত্রের প্যাকেট ডাকযোগে/রেলযোগে/হাতে হাতে বোর্ডের পরীক্ষা শাখার স্ক্রিপ্ট রুমে বস্তায় সিলগালাকৃত অবস্থায় পৌঁছাতে হবে।
- পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র পরিবহন কাজে পুলিশের সংশ্লিষ্টতা থাকতে হবে।
- পুরাতন এবং নতুন সিলেবাস অনুসারে ৫০টি করে উত্তরপত্র করোগেটেড শিটে প্যাকেট করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই নতুন এবং পুরাতন সিলেবাসের উত্তরপত্র একত্রে প্যাকেট করা যাবেনা। পাকেটের উপর মোটা সিগনেচার কলম দিয়ে নতুন বা পুরাতন সিলেবাস কথাটি লিখতে হবে।
- উত্তরপত্রের প্যাকেটের গায়ে বিশেষ কোনো চিহ্ন বা অতিরিক্ত কিছু লেখা থাকলে তার জন্য কেন্দ্রসচিব দায়ী থাকবেন।
- প্রতিটি বিষয়ের উত্তরপত্রের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেট করতে হবে। ইংরেজি ভার্সনের পরীক্ষার্থীদের অবশ্যই ইংরেজি ভার্সনের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নিতে হবে। ইংরেজি ভার্সনের পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্রের প্যাকেট আলাদা বান্ডিল করে পাঠাতে হবে।
- পরীক্ষার্থীর প্রবেশপত্রে কোনো ত্রুটি থাকলে তা অবশ্যই প্রবেশপত্র গ্রহণের ৫ কর্মদিবসের মধ্যে শিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট শাখা হতে সংশোধন করে নিতে হবে।
- পরীক্ষা চলাকালীন বিদ্যালয়ের সকল ক্লাস বন্ধ রাখতে হবে। তবে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে এবং সময়সূচিতে যেদিন পরীক্ষা নেই সেদিন নিয়মিত শ্রেণি কার্যক্রম চালু রাখা যাবে।
- পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন কার্ড এবং প্রবেশপত্রে উল্লেখিত বিষয়ের বাহিরে অন্য কোনো বিষয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করা যাবে না। এ বিষয়ে কোনো জটিলতা তৈরি হলে সে জন্য কেন্দ্র সচিব/প্রতিষ্ঠান প্রধান দায়ী থাকিবেন।
- পরীক্ষা কেন্দ্রের টয়লেট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। পরীক্ষা শুরুর পরপরই কেন্দ্রের টয়লেটসমূহ তল্লাশি করাতে হবে এবং টয়লেটে নকল জাতীয় কোন কাগজপত্র/সামগ্রী পাওয়া গেলে তার জন্য কেন্দ্র সচিব দায়ী থাকবেন।
- পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং প্রত্যবেক্ষক ছাড়া পরীক্ষা কেন্দ্রের ভিতরে অন্য কোনো ব্যক্তি অবস্থান করতে পারবেন না।
- কোন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক না থাকলে ঐ প্রতিষ্ঠানের সহকারী প্রধান শিক্ষক/দক্ষ এবং অভিজ্ঞ সিনিয়র কোন শিক্ষক কেন্দ্র সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।
- কেন্দ্র প্রতিষ্ঠান থেকেই হল সুপার নিযুক্ত হবেন এবং কেন্দ্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক দ্বারা কমিটি গঠন করে পরীক্ষা পরিচালনা করবেন
- কেন্দ্র প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ কোনক্রমেই ঐ কেন্দ্রে কক্ষ প্রত্যাবেক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। যে কেন্দ্রে তাঁর বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী নেই সেখানে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

৩১-০৩-২০২৬
(প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল মতিন)
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
যশোর
ফোন : ০২৪৭৭৬২৭১৪
ই-মেইল : controller@jessoreboard.gov.bd

কেন্দ্র সচিব/অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক
এ বোর্ডের অধীন সকল কেন্দ্র সচিব ২০২৬/
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।